দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...... পৃষ্ঠা ...... ৬......

NOV. 11 2002

সম্ভাবনাময় এমসিকে আলিম মাদ্রাসা

ভবনের অভাবে শিক্ষাদান ব্যাহত

উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার খ্যাত পাবনা জেলার প্রধানতম ব্যবসা কেন্দ্র সাঁথিয়া উপজেলার কাশীনাথপুরে অবস্থিত ১৯৮৬ সালে এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এর ফলাফল সন্তোষজনক। মনোরম পরিবেশে ২ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত এই

মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৬০০। পরীক্ষার ফলাফল, পরিবেশ, গুণগত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা এবং অন্যান্য বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০১-এ এই মাদ্রাসা পাবনা জেলার শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে ১৯৯৭ সালে এই মাদ্রাসার প্রধান কেএম আব্দুল হামিদ নির্বাচিত হয়েছিলেন। কাশিনাথপুর ইউনিয়নের স্বনামধন্য এই মাদ্রাসায় সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি উপযুক্ত ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হয়। এখানকার বিজ্ঞান বিভাগের ফলাফলও সন্তোষজনক। প্রতি বছরই জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে এই মাদ্রাসা লেখাপড়া, খেলাধুলা, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় থানা পর্যায় থেকে বিভাগীয় পর্যায় পর্যন্ত শীর্ষদের মধ্যে স্থান লাভ করে আসছে। মাদ্রাসার লাইব্রেরীর বই-এর সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। কিন্তু কক্ষের অভাবে ছাত্রছাত্রীদের বসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

দক্ষ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং প্রতিষ্ঠান প্রধান আব্দুল হামিদের সুষ্ঠু পরিচালনায় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই উত্তরোত্তর এই মাদ্রাসাটি ফলাফলসহ সামগ্রিক দিক দিয়ে সাফল্য দেখিয়ে আসলেও শ্রেণীকক্ষের স্বল্পতা হেতু লেখাপড়া ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বিজ্ঞান বিভাগের ফলাফল সন্তোষজনক হওয়া সত্ত্বেও অর্থের অভাবে মানসম্মত বিজ্ঞানাগার ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নেই। প্রায় ৬০০ ছাত্রছাত্রীকে টিনের তৈরী এই শিক্ষালয়ে স্থান সংকুলান করা সম্ভবপর হচ্ছে না। সম্প্রতি ভর্তিকৃত আলিম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্যও শ্রেণীকক্ষ জরুরী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ধারণ ক্ষমতার বাইরে এই মাদ্রাসা নিয়ে উদ্বিগ্নের মধ্যে রয়েছে শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ অভিভাবকগণ। মাদ্রাসার প্রধান আব্দুল হামিদ জানালেন, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এলাকাবাসী, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রবল উৎসাহে এবং দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকামন্ডলীর সমন্বিত সহযোগিতায় এমসিকে আলিম মাদ্রাসা ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে এগুচ্ছে। কিন্তু অর্থাভাবে প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীকক্ষ বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। বিজ্ঞানাগারসহ বর্তমানে আলাদা একটি ভবনের অতি প্রয়োজন। অত্যধিক ছাত্রছাত্রীদের চাপে পাঠদানে খুব অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে।

তিনি বলেন, বর্তমান জোট সরকার প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা প্রদান করার মধ্যদিয়ে জাতিকে বিশ্বের দরবারে আদর্শ জাতি হিসেবে পরিচিত করার জন্য শিক্ষা খাতের বরাদ্দে মাদ্রাসাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করেছেন এবং বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। সে লক্ষ্যেই আমাদের এই মাদ্রাসায় প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান করা হচ্ছে। কিন্তু শুধুমাত্র একটি ভবনের জন্য তাতে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। মানসম্মত একটি ভবন নির্মিত হলে ইনশাআল্লাহ সম্ভাবনার দ্বার প্রশস্ত হবে। তাই তিনি জরুরীভাবে এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুদৃষ্টি কামনা করেছেন।

❑ মোঃ গোলাম সারওয়ার